ঝিনাইদহে গৃহবধূর আত্মহত্যা, স্বামী-শাশুড়ির নির্যাতনের অভিযোগ পরিবারের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় মনিকা খাতুন (২১) নামে দুই সন্তানের জননী এক গৃহবধূর গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে শহরের কামারকুন্ডু উত্তরপাড়ায় তাঁর বাবার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মনিকার পরিবারের অভিযোগ, স্বামী ও শাশুড়ির নির্যাতনের কারণে মানসিক চাপে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পর জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত মনিকা ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ছোট কামারকুন্ডু উত্তরপাড়ার মতিউর রহমানের মেয়ে।

পরিবারের সদস্যদের সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে অসুস্থ চাচিকে দেখতে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মনিকার কথা- কাটাকাটি হয়। এ সময় হাটগোপালপুর বাজারে তাঁর স্বামী নিশান তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ পরিবারের। পরে মনিকা তাঁর চাচির কাছে গিয়ে নিজের কষ্টের কথা জানান এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিতে বলেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাবার বাড়িতে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মনিকাকে পাওয়া যায়।

পরিবারের আরও অভিযোগ, নিশান দীর্ঘদিন ধরে অন্য এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে মনিকাকে বিভিন্ন সময় নির্যাতন করা হতো বলেও দাবি তাঁদের। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান বলেন, “মৃত্যুর ঘটনাটি শুনেছি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।”

কুষ্টিয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরতলীর কানাবিল মোড় এলাকায় মাদকের টাকার জন্য মিম খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী আকাশের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ জুন) ভোরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মিম খাতুনের তানহা নামে পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তিনি হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের ছোট ভাই আবির অভিযোগ করে বলেন, “আমার দুলাভাই আকাশ একজন মাদকাসক্ত। সে প্রায়ই মাদকের টাকার জন্য আমার বোন মিমকে নির্যাতন করত। গত ১ জুন আমার বাড়ি জুগিয়ায় থাকা অবস্থায় আকাশ আমার বোনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

পরে আমার বোন ফোনটি ফেরত নিতে তার স্বামীর বাড়িতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজানো হয়। পরে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।”

ঘটনার সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী শামসুল আলম বলেন, “নিহত মিমের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”

কোটচাঁদপুরে স্বামীর পুরুষাঙ্গ কেটে দিলেন স্ত্রী

কোটচাঁদপুরে স্বামীর গোপনাঙ্গ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার গভীর রাতে উপজেলার বলাবাড়িয়া খানপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। বর্তমানে স্বামী উজ্জ্বল খাঁ কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, কোটচাঁদপুরের বলাবাড়িয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর খাঁর ছেলে উজ্জ্বল খাঁ (৪২)। দীর্ঘদিন ধরে তারা একত্রে সংসার করলেও প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ চলত তাদের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালে এ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। তবে অনেকেই এই ঘটনা চরম সামাজিক অবক্ষয় হিসেবে উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ঘটনার বিষয়ে স্বামী উজ্জ্বল খাঁ বলেন, “আমি ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় রুবিনাকে বিয়ে করি। সেই সময় থেকে আমরা একসাথে সংসার করছি এবং দুই কন্যা সন্তানের জনক। কিছুদিন ধরে রুবিনা আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করছিল। এজন্য আমি বাইরে ছিলাম। সোমবার রাতে বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

এ সুযোগে সে ধারাল দান্ট দিয়ে আমার গোপনাঙ্গে কোপ দেয়। চিৎকার শুনে পরিবারের লোকজন ছুটে আসে। এরপর আমাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করার পরিকল্পনা রয়েছে।”

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, “উজ্জ্বলের পরিবারের লোকজন থানায় এসে মামলা করেছেন। মামলা হলে তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

‘আমার স্বামীর মাথা কেটে ফুটবল

খেলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে’

‘আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে তাঁর মাথা কাটে ফুটবল খেলেছিলো। সেই মামলার আসামিরা এখন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেউ জামিন নিয়ে বাইরে আইছে। যাদের ফাঁসির আদেশ হইছিলো তারা নাকি ক্ষমা পেয়েছে। আমার সন্তানদের এতিম করা আসামিরা এখন বুক ফুলায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব দেখতি হচ্ছে আমাগের। এ আবার কেমন বিচার। আমি আল্লার কাছে বিচার দিছি। সেই সব বিচার করবে।’ এমন ক্ষোভের কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের নিহত আলফাজ উদ্দিনের স্ত্রী সম্পতি নেছা|

সম্পতি নেছা জানান, জমি ও পূর্ব শত্রুতার জেরে কুলবাড়িয়াা গ্রামের পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সার্জনের সাথে বিরোধ হয় তার স্বামী আলফাজের।

সেই শত্রুতার জেরে ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল রাতে পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা হানিফের নেতৃত্বে সার্জন, আব্দুল মালেক, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন শহিদুল, শের আলী, জুর আলী, বেল্টু ওরফে তোয়াসহ কয়েকজন আলফাজকে কুপিয়ে হত্যা করে। শুধু তাই নয় তাকে কুপিয়ে হত্যা করে দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফুটবল খেলে। সেই ঘটনায় আলফাজের বাবা আনজেল আলী বাদি হয়ে হানেফসহ অজ্ঞাত ১৫ থেকে ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সেই মামলায় ৭ জনকে অভিযুক্ত করে ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে চার্জশিট দাখিল করে| দীর্ঘ শুনানী শেষে ২০০১ সালের ২০ নভেম্বর আসামি সার্জন, হানিফ, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী আব্দুল মালেক ও বেল্টু ওরফে তোয়াকে ফাঁসির আদেশ দেয়।

আসামি পক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করে। পরে নিহতের পরিবারে আবার শুরু হয় আদালতের বারান্দায় ছুটাছুটি। ২০০৪ সালে উচ্চ আদালত থেকে মামলায় আসামী সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে মৃত্যুদন্ড বহাল রাখে আর আসামী শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী ও আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে।

তবে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে স্থানীয়

সংসদ সদস্যর সুপারিশে সাধারণ ক্ষমা করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। এর মধ্যে হানেফ ২০২৫ সালে প্রতিপক্ষের গুলিতে দুই সহযোগীসহ নিহত হন।

নিহতের স্ত্রী সম্পতি নেছা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার স্বামীর হত্যায় সার্জনের মৃত্যুদন্ড দিলেও সে এখন জামিনে বের হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিভাবে একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী জামিন পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি সেটাই বুঝছি না। আর আসামি মালেক কিছুদিন জেল খেটে এলাকায় ফিরেছে। এখন নাকি আবার এলাকায় সংগঠিত হচ্ছে। আমার স্বামীকে মেরে এখন আবার আমার সন্তানকে হত্যা করতেও পারে তারা। আমরা তো সঠিক বিচার পেলাম না।’

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ কোর্টের পিপি এসএম মশিয়ুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত পরিতাপের। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করলে আমরা লিগ্যাল এইডের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করব।

মেহেরপুরে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার দায়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের রেজাউল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামে নিজ স্ত্রী জাহানারা খাতুনকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন রেজাউল ইসলাম। হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে লাশ গোপন ও স্বাভাবিক মৃত্যুর গল্প

দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়।

পুলিশি তদন্তে ঘটনাস্থল থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে নিহত নারীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে শ্বাসরোধে হত্যার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে আসে। পাশাপাশি প্রতিবেশী ও স্বজনদের সাক্ষ্য এবং আসামির আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অপরাধ প্রমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে রেজাউল ইসলাম জানান, বিবাহের ২৫ বছর পরও স্ত্রীর পরকীয়া সংক্রান্ত সন্দেহ ও পারিবারিক বিরোধের জেরে তিনি এ হত্যাকাণ্ড ঘটান। প্রথমে ঘটনাটি আড়াল করার চেষ্টা করলেও পরে সত্য স্বীকার করেন।

রায় ঘোষণার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হয়েছে।

চুয়ান্নটা বিজয় দিবস পেরোলেও বদলায়নি স্বামী সন্তানহীনা মনোয়ারার কষ্টের জীবন

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের এক কোণে নীরবে বেঁচে আছেন মনোরা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি আজ সম্পূর্ণ একা। নেই স্বামী, নেই কোনো সন্তান— আপন বলতে কেউ না থাকায় বোনের বাড়িতে মাথাগোজার ঠাঁই হলেও পাইনি ক্ষুধার জ্বালা নিবারন করার দিশা। মানুষের দয়ার ওপর ভর করেই কাটছে তার প্রতিটি দিন। ভিক্ষাই হয়ে উঠেছে জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়া ক্লান্ত শরীর নিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়ান দু’মুঠো খাবারের খোঁজে। কারও দরজায় দু’মুঠো চাল, কারও কাছে সামান্য টাকা —এই সামান্য নিয়েই কোনোরকমে চলে তার দিন। ক্ষুধা, অসুস্থতা আর অনিশ্চয়তা

যেন তার নিত্যসঙ্গী। অসুখে পড়লে পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই, রাত নামলেই মাথা গোঁজার মতো নির্ভরতার আশ্রয় বলতে বাঁশ ঝাড়ের নিচে অন্যের জমিতে একটি কুঁড়ি ঘর।

চোখে জমে থাকা অব্যক্ত কষ্ট আর মুখের নীরব দীর্ঘশ্বাস যেন বলে দেয়—এই জীবনে কত না পাওয়া আর বঞ্চনার গল্প লুকিয়ে আছে। সমাজের আলো–ঝলমলে উন্নয়নের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এমন অসহায় মানুষগুলোর বাস্তব চিত্রই মনোরার জীবনগাথা।

জনপ্রতিনিধিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও হয়নি বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা।

মনোরার মতো আরও কত অসহায় স্বামী সন্তানহীন নারী আজও আমাদের চারপাশে নীরবে কষ্ট বয়ে চলেছেন। যাদের জীবনের শেষ সম্বল শুধু মানুষের করুণা আর মানবিকতার অপেক্ষা। প্রশ্ন থেকেই যায়—এই মানুষগুলোর দায় কি শুধুই তাদের নিজের? নাকি সমাজ ও রাষ্ট্রেরও কিছু দায়িত্ব আছে?

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সাজ্জাদ হোসেন বলেন, এই নামে কোনো বয়স্ক ভাতা বা বিধবা ভাতার কোন আবেদন আমার দপ্তরে জমা পড়েনি, আবেদন জমা পড়লে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

এ বিষয়ে মানবাধিকার কর্মী শরাফত হোসেন রাসেল বলেন, সমাজে এমন অসংখ্য অসহায় মানুষ আছে প্রায় প্রায় অনাহারে থাকে। এই অসহায় মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এছাড়াও সমাজের যারা ধনাত্নক ব্যাক্তি আছে তারাও এর দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রতিবেশী অনাহারে থেকেও, যদি আমরা নিজের পেট ভরে শান্তিতে ঘুমাতে পারি—তবে সেটা আসলে ঘুম নয়, ওটা বিবেকের গভীর অচেতনতা। কারণ মানুষের ক্ষুধা শুধু পেটের নয়, মানুষের ক্ষুধা ভালোবাসা, সহমর্মিতা আর মানবিকতারও। পাশের ঘরে কেউ না খেয়ে কাঁদছে, আর আমরা চোখ বন্ধ করে নিশ্চিন্তে ঘুমাই—এই নীরবতাই সবচেয়ে ভয়ংকর।

গাংনীতে শিক্ষককে স্বামী হিসেবে না পেয়ে গোপনে করা ভিডিও ভাইরাল করে ছাত্রী

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ঘটনাকে আরও চাঞ্চল্যকর করে তুলেছেন। প্রধান শিক্ষককে স্বামী হিসেবে না পেয়ে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী নিজেই বিভিন্ন ব্যক্তিগত ভিডিও এবং স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করে ওই শিক্ষককে ‘ফাঁসিয়েছেন’ বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর মেয়েটি নিজেই লাইভে এসে প্রধান শিক্ষককে বিয়ে করার দাবি জানিয়েছে।

ভাইরাল ভিডিও ও লাইভ নাটক

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রী নিজেই তাদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের কিছু ভিডিও এবং স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা জানাজানি হলে উপজেলায় ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এরপর মেয়েটি প্রকাশ্যে লাইভে এসে ওই প্রধান শিক্ষককে বিয়ে করার কথা জানায়। ছাত্রীর হাসিমাখা চেহারা দেখে অনেকে মনে করছেন, একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই সে এই কাজটি করেছেন।

দীর্ঘ চার বছরের সম্পর্ক: দোষ কার?

ছাত্রীটি দাবি করেছে, তাদের সম্পর্কটি দীর্ঘ চার বছরের। সে যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত, তখন থেকেই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এলাকাবাসীরা বলছেন, এই দীর্ঘ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন—এমন একটি সম্পর্কে কেবল পুরুষই এককভাবে দোষী হতে পারে না। উভয় পক্ষেরই এই বিষয়ে সমান দায় রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যদি দুজনের মধ্যেই বিয়ের আগ্রহ থাকত, তবে এমন একটি ব্যক্তিগত তথ্য প্রচারের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে নাটকীয় করে তোলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই ঘটনাটি অন্যান্য সকল নারীর সম্মানহানির কারণ হয়েছে বলেও অনেকে মন্তব্য করেছেন।

প্রশ্ন উঠেছে নারীর ‘প্রতারণার ফাঁদ’ নিয়ে

সম্প্রতি নারী কর্তৃক প্রতারণার ফাঁদ পাতার অভিযোগগুলো সমাজের উচ্চ মহল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ঘটনা সেই উদ্বেগকেই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে শুরু করে কেউই যেন এই ধরনের ফাঁদ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এই ঘটনায় জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, কেন সম্পর্কটিকে সরল পথে না নিয়ে এসে এমন নাটকীয় ও মানহানিকর উপায়ে জনসমক্ষে আনা হলো?

ঘটনাটি বর্তমানে এলাকায় নয়, নেট দুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং প্রশাসন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, তা এখন দেখার বিষয় বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

গাংনীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত টলি খাতুন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সবেদ আলীর মেয়ে। প্রায় ২ যুগ আগে তার বিয়ে হয় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সর্দারপাড়ার তাজুল ইসলামের সঙ্গে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, টলি খাতুনকে স্বামী তাজুল ইসলাম নির্যাতন করে হত্যা করেছে। পরে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিহতের ফুফু মুর্শিদা খাতুন বলেন, টলির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। গলায় দড়ির দাগ, পেটে মারধরের দাগ রয়েছে। তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তাজুলের ফাঁসি

চাই।

অন্যদিকে নিহতের স্বামীর চাচা এনামুল হক দাবি করেন, তাজুল তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। বছর খানেক আগে সে তার মায়ের নামে থাকা জমি টলির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। ঘটনার আগের দিন টলি শাশুড়িকে ভাত খেতে দেয়নি, এ নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর টলি আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল।

গাংনী থানা পুলিশের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিম বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে টলি খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

হরিণাকুণ্ডুতে স্বামী হত্যার দায়ে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুু উপজেলার ভালকী গ্রামে পরকীয়ার জেরে চাঞ্চল্যকর জসিম হত্যা মামলায় স্ত্রী রিতা খাতুন ও তার প্রেমিক আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক উৎপল ভট্টাচার্য্য এই রায় ঘোষনা করেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মামুনুর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দন্ডিত রিতা খাতুন হরিণাকুন্ডু উপজেলার কেষ্টপুর গ্রামের জয়নাল মন্ডলের মেয়ে এবং তার পরকীয়া প্রেমিক আব্দুল মালেক একই উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী গ্রামের জালাল মন্ডলের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর রিতা খাতুন ও তার পরকীয়া প্রেমিক আব্দুল মালেক কৌশলে বাড়ির পাশে ডেকে

নিয়ে জসিম উদ্দিনকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে হত্যা করে। পরে ওই ঘটনায় নিহতের ভাই আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে হরিণাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলায় দায়ের করেন।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই অনিশ মন্ডল আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমান শেষে আদালত উল্লেখিত রায় দেন।

রায়ে স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত রিতা খাতুন ও তার প্রেমিক আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ড দেন আদালত। বাদীপক্ষে এ্যাড রবিউল ইসলাম, এ্যাড নেকবার ও এ্যাড রিমা ইয়াসমিন এবং আসামী পক্ষে এ্যাড আনোয়ার হোসেন ও এ্যাড গৌতম কুমার মামলাটি পরিচালনা করেন।

রায় ঘোষণার পর মামলার বাদী আব্দুর রশিদ বলেন, আসামীদের ফাঁসি হলে আরো খুশি হতাম। তিনি বলেন, দন্ডিত আসামী তার ভাবি রিতা ও আব্দুল মালেক পরিকল্পিত ভাবে তার ভাইকে হত্যা করেছে, যা আমরা প্রমান করতে সামর্থ হয়েছি।

মেহেরপুরে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে স্ত্রীকে হত্যার মামলায় স্বামী সেন্টু মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই বছর কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার (৩০ জুন) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নাছিম রেজা এই দণ্ডাদেশ দেন।
দণ্ডিত সেন্টু মিয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আকুবপুর বাজারপাড়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৫ জুন তিনি তার স্ত্রী সাগরিকাকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার চালান। পরে

নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয় এবং মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০১৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলার ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে সেন্টু মিয়া দোষী সাব্যস্ত হলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে যাবজ্জীবন সাজা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছর কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় সরকারি পক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামিপক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট নুরুল হাসান রন্টু।